একজন হাজীর দিনলিপি
মক্কা-আল
মুকাররমা
মদিনা-আল
মুনওয়ারা
২০১৭

মক্কা-আল মুকাররমা এবং মদিনা-আল মুনওয়ারায় একজন হাজী তার দৈনিক সলাত ও অন্যান্য ইবাদত ছাড়াও একদিন অতিবাহিত করবেন রসূল সাঃ এর সুন্নাত অনুযায়ী।

# দৈনন্দিন কার্য সুচি (কঠিন কিন্তু সম্ভব)

দৈনন্দিন কার্য সুচি (কঠিন কিন্তু সম্ভব)*

২ :৩০–৬: ৩০ ) তাহাজ্জুদ, স্বলাতুল ফজর, তাওয়াফ, তিলওয়াত, স্বলাতুল ইসরাক
৬ :৪৫–১০:৩০ ) ঘুম, নাস্তা, গোসল
১০:৪৫–১৩:৩০ ) স্বলাতুল চাস্ত ( স্বলাতুল ইসরাক না পরে থাকলে ), স্বলাতুল জোহর
১৩:৪৫–১৫:৩০ ) দুপুরের খাবার ও ঘুম,
১৫:৪৫–২০:৪৫ ) স্বলাত, তাওয়াফ, তিলয়াত,
২১:০০–২২:০০ ) দলবদ্ধ আলোচনাঃ সারাদিনের কার্য বিধি, আল–কোর–আনের বিধি নিষেধ, ঐতিহাসিক স্থান ও ধর্ম (তাওহিদ, রিস্বলাত,আখিরাত ও সিরাত)
২২:১৫–২ : ১৫) ঘুম

**অন্যান্যঃ**

প্রতিদিন কমপক্ষে দের পারা অর্থসহ তিলয়াত করুন এবং খতম শেষ করুন
প্রতিদিন কমপক্ষে একজনকে সহায়তা করুন
কেনাকাটা ও ভ্রমনের জন্য সর্বচ্চ চারদিনের কিছু সময় ব্যবহার করুন

**তাসরীকের দিন গুলোর কার্য সুচিঃ**

**মিনাঃ** প্রতিদিন আল–কোর–আনের বিধি নিষেধ ১০ পারা এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করুন

**আরাফাঃ** সারাদিন দোয়ার সুচি তৈরি করুন। সুর্য অস্তযাবার আগে কোন ভাবেই আরাফা ত্যাগ করবেন না।

**মুযদালিফাঃ** সামান্য ঘুমান। ফজর স্বলাতের পর থেকে দো'য়া করুন এবং আকাশ পরিস্কার না হলে মুযদালিফা ত্যাগ করবেন না কিন্তু সুর্যদয়ের পুর্বে ত্যাগ করুন।

# ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতিদিনের নামাজ

- তাহিয়্যাতুল ওয়ূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ
- তাহাজ্জুদ
- ইশরাক
- চাশ্‌ত (সলাতুত দ্বহা)
- যাওয়াল
- জাম'আত
- জানাযা

# সলাতে উত্তম কাতার (সারি)

*আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ* সাঃ *বলেছেন, পুরুষদের উত্তম সারি (কাতার) হলো* **প্রথম** *আর* **নিকৃষ্ট সারি** *হচ্ছে পিছনের সারি এবং মেয়েদের* **সর্বোত্তম কাতার** *শেষেরটি আর* **নিকৃষ্ট** *হচ্ছে প্রথমটি" ।*

*(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারেমী)*

# পবিত্র ভূমিতে অবস্থানকালীন আল্লাহর যিকর এবং প্রতিদিনের সুন্নাহ পালন

# মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’য়ালা বলেন

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

সুরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫৬)

আমি জিন ও মানবজাতিকে **আমারই ইবাদত ছাড়া** অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি’।

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার (যিকর) নির্দেশ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿٤٢﴾

*হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর;*

*এবং* **সকালে ও সন্ধ্যায়** *আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।*

*(সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৪১-৪২)*

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার (যিকর) নির্দেশ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ

অতপর যখন তোমরা সলাত সমাপ্ত করিবে তখন

**দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া**

আল্লাহকে স্মরণ করিবে ...... ।

(সূরা নিসা ৪ঃ ১০৩)

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার (যিকর) গুরুত্ব

فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা **আমাকে স্মরণ কর,** আমিও **তোমাদেরকে** স্মরণ করিব।

তোমরা আমার প্রতি **কৃতজ্ঞ হও** এবং **অকৃতজ্ঞ** হইও না।

(সূরা বাকারা ২ঃ ১৫২)

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার (যিকর) পদ্ধতি

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۵﴾

আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় প্রতিপালককে আপন মনে **ক্রন্দনরত** ও **ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়, অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়** আর **গাফিল ও উদাসীন** হবে না।

(সূরা আরাফ ৭ঃ ২০৫)

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ (যিকর) করার ফলাফল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর

**অল্লাহ্‌র যিকর দ্বারা** শান্তি লাভ করে;

জানিয়া রাখ **আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।**

(সূরা র'দ ১৩ঃ ২৮)

# আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করাই শ্রেষ্ঠ এবং এর কার্যকারিতা

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

...নিশ্চয়ই সলাত বিরত রাখে **অশ্লীল ও মন্দ** কার্য হইতে;

এবং **আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ**... ।

(সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৪৫)

রসূল (সাঃ) বলেন,

‘যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ (যিক্‌র) করে,

আর যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে না,

তাদের দৃষ্টান্ত হলো

**জীবিত ও মৃতের**

ন্যায়। (বুখারী)

# আল্লাহর স্মরণ (যিক্‌র)ঃ হাদীস

- রসূল (স.) বলেছনঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনি ধারনা করে, আমি ঠিক তেমনি।
- সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি।
- সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি।
- যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি।
- সে আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি।
- আর, সে এক হাত এগিয়ে আসলে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে আসি

এবং সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে,

আমি তার দিকে দৌড়ে আসি"।

(বুখারী, মুসলিম)
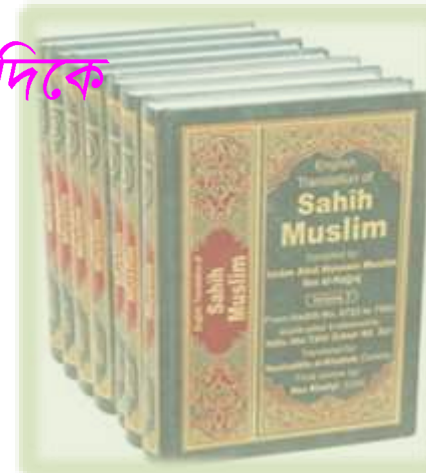
# ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর পালনীয় সুন্নাতসমূহ

ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মুখমন্ডল হতে ঘুমের চিহ্ন হাত দ্বারা মুছে ফেলাঃ

✧ "অতঃপর রসূল সাঃ ঘুম থেকে জেগে নিজ হাত দ্বারা মুখমন্ডল হতে ঘুমের চিহ্ন মুছে ফেললেন"। (বুখারী, মুসলিম)

দূ'আ পাঠ করাঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

'আল'হামদুলিল্লা-হিল্লাযি আহইয়া-না বা'দামা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর'

(সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে **মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন;** আর তাঁরই নিকট [আমাদের] সকলের পূণরুত্থান হবে)

(বুখারী, মুসলিম)

# ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তাওহীদের ঘোষণা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

*আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি এক; তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তাঁর ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সমস্ত কিছুর উপর শক্তিশালী।*

*আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কারোই কোন ভরসা ও শক্তি নাই; যিনি মহিমান্বিত, মহাসম্মানিত। (বুখারী)*

# টয়লেটে প্রবেশের পদ্ধতি এবং দূ'আ

## টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে দূ'আ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَآئِثِ

*'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়িছি'*

*(আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র জিন নর ও নারীর [অনিষ্ট] হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ।*

*(বুখারী, মুসলিম)*

DUA'AA FOR BATHROOM / TOILET

# টয়লেটে হতে বাহির হওয়ার পদ্ধতি এবং দূ'আ

টয়লেট হতে **ডান পা** দিয়ে বাহির হওয়ার সময় দূ'আ পড়তে হবে

[হে আল্লাহ!] আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

I ask You (Allah) for forgiveness

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

# কাপড় পরিধানের দূ'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

'আল'হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসা-নী হা-যাস্‌সাওবা ওয়া রযাক্বনীহি মিন গইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- কুওয়্যাহ'

(সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে এটি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটি দান করেছেন)।

(আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, শাইখ আলবানী একে হাসান বলেছেন)

# কাপড় খুলে রাখার সময় যা বলতে হবে

بِسْمِ اللهِ

‘বিসমিল্লা-হি’

(আল্লাহর নামে খুলে রাখলাম)

(তিরমিজী, সহীহুল জামি)

# আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা ২ঃ ২৫৫)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

*ঘুমানোর পূর্বে এবং প্রতি ফরজ সলাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করুন। এখানে মহান আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'য়ালার ১৪টি বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।*

*(তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা, নিদ্রাও তাঁকে পেয়ে বসে না, যা কিছু আছে আকাশ জগতে, আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই, কে এমন আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু তারা প্রকাশ করে এবং যা কিছ গোপন করে তিনি সবই জানেন, আর তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞান ভান্ডার থেকে কেহ কিছু লাভ করতে পারেনা, গোটা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ব্যাপী তাঁর কুরসী (ক্ষমতা/সিংহাসন) বিস্তৃত এবং এদের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হননা এবং তিনি বড় মহান ও প্রতাপশালী।*

*আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু-আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লাতা খুযুহু সিনাতুঁউ ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়্যিম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা'আ, ওয়াছি'আ কুরসীয়্যু'হুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যল আজীম।*

# ফরজ সলাতের পর পাঠ করার অন্যান্য দু'আ

✧ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস-আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন, ওয়া রিঝকন ত্বইয়্যেবান, ওয়া 'আমালান মুতাকব্বালান। (ইবনে মাজাহ)

✧ সুব'হানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী, সুব'হানল্লাহিল আযীম।

✧ 'হাসবী ইয়াল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা হুয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল 'আরশিল আযীম'

✧ লা হাওলা, ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আজিম।

✧ আল্লাহুম্মা আজিরণী মিনান্নার।

উপরের সকল দু'আ/যিকির তাওয়াফ এবং সাঈ করার সময়ও পড়তে পারেন।

# সালাম ফিরানোর পূর্বে পঠিত দ'আ সমূহ

✧ 'আল্লহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছিরাও, ওয়ালা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা; ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ার 'হামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম'। (বুখারী, মুসলিম)

✧ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকাল জান্নাতা ওয়া আউজুবিকা মিনান্নার।

(ইবনে মাজাহ)

✧ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, ওয়ামিন আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়ামিন শার্রি ফিতনাতি মাসীহিদ দাজ্জাল। (বুখারী, মুসলিম)

✧ 'আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক'।

(আবু দাউদ, নাসাঈ)

উপরের সকল দ'আ তাওয়াফ এবং সাঈ করার সময়ও পড়তে পারেন।

# মাসজিদুল হারামে ব্যয় করুন মূল্যবান সময়

*হজ্জ সফরে মক্কা এবং মদিনায় অবস্থানকালীন আপনার প্রয়োজনীয় জরুরত (নিদ্রা, গোসল, টয়লেট, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি) ছাড়া হোটেলে বসে না থেকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন।*

*হোটেলে বসে থাকলে আপনি গল্প/আড্ডা/গীবৎ সহ নানাবিধ অপকর্মে জড়িয়ে হতে পারেন!*

*হারামে এলে আপনি অবশ্যই সৎকর্মে/ইবাদতে (ক্বাবাঘর তাওয়াফ, নফল নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাকবীর-তাহমীদ-তাহলীল ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকবেন, ইন শা আল্লাহ!*

**তাসবীহঃ সুবহানাল্লাহ (পবিত্রতম অল্লাহ)**

**তাকবীরঃ আল্লাহু আকবর (অল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)**

**তাহমীদঃ আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা অল্লাহর)**

**তাহলীলঃ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)**

# বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করা

✧ বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করা। তাওয়াফের শর্ত মেনে তাওয়াফ করা।

✧ পুরুষরা দিনের ও রাতের যে কোন সময়ে তাওয়াফ করতে পারেন!

✧ মহিলারা সবসময় তাওয়াফ করতে নামবেন না। আপনার মাহরামকে অবশ্যই সাথে নিবেন। যোহরের নামাজের পর কিংবা রাত ১টা হতে ৩টার মধ্যে মাতাফে তাওয়াফ করার জন্য মহিলাদের উপযুক্ত সময় হতে পারে! মহিলারা বিশেষ করে আসর ও মাগরিব নামাজের পরপরই তাওয়াফের সময় বেছে নিবেন না।।

✧ প্রথম ২/১ দিন মাসজিদুল হারামে সময়গুলো পর্যবেক্ষণ করুন। হঠাৎ করে বেশী ভীড়ে পড়ে গেলে যাঁর ঘর তাওয়াফ করছেন তাঁর সাহায্যের আবেদন করুন।

✧ কোনভাবেই ভীড়ের মধ্যে হজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়ার সাহস দেখাবেন না।

✧ তাওয়াফ শেষে সালাতুত তাওয়াফ ২ রাকাত নামাজ পড়ুন।

# জমজমের পানি পান

জমজমের পানি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন ও কিছু পরিমাণ মাথায় ছিটান। রসূল সাঃ বলেন, 'পৃথিবীর সর্বোত্তম পানি হচ্ছে জমজমের পানি'। তিনি জমজমের পানি পান করতেন এবং বলতেন 'এটা বরকতময়, পরিতৃপ্তিকারী এবং রুগীর প্রতিষেধক'।

জমজম পানি পানের সুন্নাতঃ

১. বিসমিল্লাহ বলুন, ২. ক্বিবলামুখী হোন, ৩. দু'আ করুন, ৪. (দাঁড়িয়ে পান করা বাধ্যতা মুলক নয়), ৫. তিন নিশ্বাসে পান করুন, ৬. তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে পান করুন, ৭. পানি পান শেষে আল'হামদুলিল্লাহ বলুন।

জমজম পানের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا
وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফি'আ, ওয়ারিযক্বও ওয়াসি'আ, ওয়াশিফা-আম মিন কুল্লি দা'ঈ'

(হে আল্লাহ! আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন, পর্যাপ্ত রিযিক দান করুন, এবং সকল রোগের শেফা দান করুন)।

# কুরআন তিলাওয়াত করা, এর অর্থ বুঝা এবং প্রচার করা

হজ্জ সফরে পবিত্র কুরআন কমপক্ষে একবার সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করুন এবং এর অর্থও **বুঝে নিন** আপনার মাতভাষায়।

হজ্জ সম্পর্কিত আয়াত সমূহ, মহান আল্লাহর নিদর্শনের কথা, পবিত্র ভূমির কথা, নবীজীর কথা, ক্বাবার কথা বেশী বেশী পড়ুন। আপনি যা বুঝেছেন, তা আপনার হাজী সাথীদের কাছে প্রচার করুন। মাসজিদুল হারামের ইমাম শায়েখদের শ্রুতিমধুর কুরআন তিলাওয়াত (ফজর, মাগরিব ও এশা'র নামাজে) আপনার অন্তরকে নাড়া দিতে বাধ্য।

## কুরআন তিলাওয়াত করবেন কখন, সময় কোথায়?

✧ মাসজিদুল হারাম সমূহে তাহাজ্জুদ নামাজের পর হতে ফজর পযন্ত।

✧ আসর নামাজের পর হতে ইশা পযন্ত।

✧ প্রতি ফরজ নামাজ শেষে।

✧ অথবা আপনার সুযোগ-সুবিধা মত সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

বাংলা/ইংরেজী অর্থসহ কুরআন শরীফ আজই সংগ্রহ করুন।

# দু'আঃ কিভাবে করবেন

○ **ফজর সলাত শেষে** সারা দিনের কর্মসূচী ও পরিকল্পণা পেশ করে তা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া।

○ **এশা সলাত শেষে** সারা দিনের কাজের পর্যালোচনা সহ সকল সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে কাজগুলো সহজ করার জন্য তাঁর সাহায্য চাওয়া।

○ **২৪ ঘন্টায় অন্ততঃ** একবার লম্বা সময় নিয়ে দু'আ করা।

# বাড়ী/বাসা/হোটেল হতে বাহির হওয়ার দ‘আ

*‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা- কুউওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ’।*

*(আল্লাহর নামে [বের হচ্ছি], আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া কারোই কোন ভরসা ও শক্তি নাই)।*

*(আবু দাউদ-৪/৩২৫, তিরমিজি-৫/৪৯০)*

# বাড়ী/বাসা/হোটেল হতে বাহির হওয়ার দ’আ-২

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ
اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আ’উযুবিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা, আও আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আযলামা আও উযলামা, আও আজহালা আও ইউজহালা ‘আলাইয়া’

(হে অল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে বা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে অত্যাচার করতে বা অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা অন্যের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে)।

(তিরমিজি-৩/১৫২, ইবনে মাজা-২/৩৩৬)

# আহারের পূর্বে, মধ্যে এবং পরের দ’আ

✧ রসূল (স.) বলেছেন, “খাবার প্রারম্ভে بِسْمِ اللهِ (বিস্মিল্লাহ) বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং পাত্রের নিজের দিক হতে খাও’। (বুখারী, মুসলিম)

✧ রসূল (স.) আরো বলেন, বিস্মিল্লাহ বলা ভুলে গেলে বল,

بِسْمِ اللهِ فِيْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ ‘বিসমিল্লাহি ফি আউয়্যালিহি ওয়া আখিরিহ’

(আল্লাহর নামের সাথে খাওয়ার শুরু এবং শেষ)। (তিরমিজী)

✧ আহার শেষে দ’আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ
مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

✧ ‘আল’হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত’আমানি হাযা ওয়া রযাকনীহি মিন গইরি ’হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- কুয়্যাতিন’

(সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাকে আহার করালেন এবং আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই এই রিযিক দিয়েছেন)। (তিরমিজী)

# আযান এর সময় যা পাঠ করতে হবে

রসূল (স.) বলেছেন, “যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ কর তখন সে যা উচ্চারণ করে, তোমরা ঠিক তারই পুণরাবৃত্তি করবে, ‘হাইয়্যা আলাস্সলাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ’র ক্ষেত্রে বল, ‘লা-হাওলা-ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ” ।

(বুখারী, মুসলিম)

রসূল (স.) বলেছেন, ‘আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দ‘আ করবে; কেননা ঐ সময়ের দ‘আ বৃথা যায়না’।

(তিরমিজী, আবূ দাউদ)

# আযান শেষে দু'আ ও তাসবীহ

- ✓ 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রসূলুহু';
- ✓ 'রাদ্বীতু বিল্লাহি রব্বান, ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাঃ নাবীয়ান'। (মুসলিম)

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ط

- ✓ আযানের জবাব দেয়া শেষে রসূল (স.) এর উপর দরূদ পাঠ করবে। (মুসলিম)

- ✓ 'আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াতিত্তাম্মা, ওয়াসসলাতিল ক্বায়িমা, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা, ওয়াব'আছহু মাক্বমাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহ। (বুখারী, বাইহাকী)

# বাজারে প্রবেশের সময় দ‘আ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
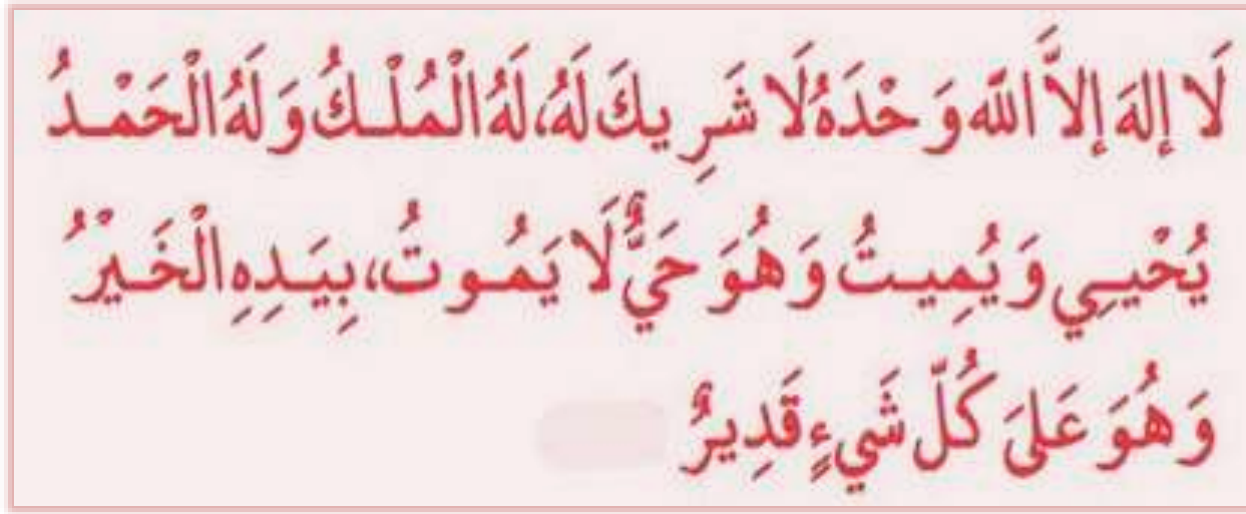
*‘লা-ইলাহা ইলল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল ’হামদু, ইয়্যুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়াহুয়া ’হাইয়্যুন লা-ইয়ামূতু, বিইয়াদিহিল খইর, ওয়া হুয়া ’আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদির’*

*আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি এক; তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তাঁর ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন; তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না; সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর কাছেই; তিনি সমস্ত কিছুর উপর শক্তিশালী। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ)*

# বিপদে-আপদে (সঙ্কটকালীন) দ'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ
السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

*লা- ইলাহা ইল্লাহুল 'আযীমুল 'হালিম; লা-ইলাহা ইলল্লাল্লহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম; লা- ইলাহা ইলল্লাল্লাহু রব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরদি, ওয়া রব্বুল 'আরশিল কারীম'।*

*(মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; নভোন্ডল, ভূ-মন্ডল ও মহান আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। (বুখারী)*

# নামাজে ২ সিজদাহর মধ্যবর্তী সময়ের দ'আ

- ✧ আল্লাহুম্মাগ ফিরলীঃ হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন
- ✧ ওয়ারহামনী ঃ আমার উপর রহম করুন
- ✧ ওয়াহ্‌দ্বিনী ঃ আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন
- ✧ ওয়াআফিনী ঃ আমাকে নিরাপত্তা দান করুন
- ✧ ওয়ারযুকনী ঃ আমাকে রিযিক দান করুন
- ✧ ওয়াজবুরনী ঃ আমার সকল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন
- ✧ ওয়ারফানী ঃ আমায় মর্যাদা বৃদ্ধি করুন

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

# মানব সেবাঃ হাজীদের সেবায় নিয়োজিত হোন

✧ কাফেলার বয়স্ক হাজীদের সর্বাত্নক সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করুন।

✧ বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ হাজীর ঠান্ডা জ্বর, কাশি, পায়ের ব্যাথা, পেটের পীড়ায় বাংলাদেশ মিশনের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সাহায্য করুন।

✧ মক্কা-মদিনায় বৃদ্ধ হাজীদের হারিয়ে ফেলা তার হোটেল অথবা বাসস্থান খুজে দিতে একটু সময় দিন! একজন পথহারাকে পথের সন্ধান দিন। ভুলে যাবেন না, পথহারা ব্যক্তিটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার একজন মেহমান!

✧ শরীর ও চোখ হেফাজত করুন। নারী-পুরুষের ভীড়ের মাঝে আপন দৃষ্টিকে সংযত করুন, অত্যন্ত বিনয় এবং সতর্কতার সাথে চলাচল করুন।

✧ আপনার শরীর দ্বারা অন্য হাজী যাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয়, খেয়াল রাখুন। আপনি আঘাত প্রাপ্ত হলে ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে সংবরণ করুন, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিন।

# ঘুমানোর পূর্বে পালনীয় সুন্নাতসমূহ

✧ ঘুমাবার পূর্বে ওযু করা (ওযু অবস্থায় ঘুমানো) *(আবু দাউদ)*

✧ 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা *(বুখারী)*

✧ বিছানা ঝেড়ে পরিস্কার করা *(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি)*

✧ ডান কাত হয়ে ঘুমানো *(বুখারী, মুসলিম)*

✧ ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে ঘুমানো *(আবু দাউদ, তিরমিজি)*

✧ 'বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া'

(হে আল্লাহ! আপনার নামেই মৃত্যুবরন করছি এবং আপনারই নামে জাগ্রত হবো)।

*(বুখারী, মুসলিম)*

# ঘুমানোর পূর্বে পালনীয় সুন্নাতসমূহ ২

✧ সুব'হানাল্লাহ ৩৩বার

✧ আল'হামদুলিল্লাহ ৩৩বার

✧ আল্লাহু আকবর ৩৪বার পাঠ করা *(বুখারী, মুসলিম)*

✧ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করা *(বুখারী)*

✧ সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পাঠ করা *(বুখারী, মুসলিম)*

✧ আয়াতুল কুরসী পাঠ করা *(বুখারী)*

✧ ইসতিগ্‌ফার করা *(তিরমিজী)*

# জিলহজ্জ মাসের ১ম দশ দিন

## গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এবং

## একজন মুসলিমের করণীয়

# বছরের শ্রেষ্ঠ ১০ দিন

# জিলহজ্জ মাস এর গুরুত্ব

- ✧ জিলহজ্জ, ৪টি হারাম (সম্মানিত) মাসের অন্যতম মাস
- ✧ জিলহজ্জ, পবিত্র হজ্জ পালনের একমাত্র মাস
- ✧ জিলহজ্জ, আরাফা-মুজদালিফা-মিনায় অবস্থানের মাস
- ✧ কুরবাণী করার মাস
- ✧ মৌলিক ইবাদত সমূহের সমাবেশ (সলাত, সিয়াম, সাদাকা, হজ্জ)
- ✧ জিলহজ্জ, তাসবীহ-তাহমিদ-তাহলীল-তাকবীর এর মাস
- ✧ ইসলামকে দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাস, জিলহজ্জ

# জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের গুরুত্ব

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল সাঃ বলেছেন, 'আল্লাহর **নিকট**

**জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমলের (পুণ্যকাজ)** চেয়ে

অন্য কোন দিনের আমলই উত্তম নয়'।

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল সাঃ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও না?

রসূল সাঃ বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও না-

তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া, **'যে তার সর্বস্ব নিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহন করল এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসল না'।**

(বুখারীঃ ৯৬৯, তিরমিজীঃ ৭৫৭, আবু দাউদঃ ২৪৪০)

# পুণ্যবান এবং পুণ্যকাজ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে তার; যে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেস্তাগন, কিতাবসমূহ, নবীগনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; আর আল্লাহর ভালবাসায় আত্নীয়-স্বজন, পিতৃহীনগন, অভাবগ্রস্তগন, মুসাফিরগন, সাহায্য প্রার্থীকে ও দাসত্ব মোচনের জন্য অর্থ প্রদান করে; আর নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে যারা সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করে, এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে, এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী"।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ
ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ
اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ
وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(সূরা বাকারা ২ঃ ১৭৭)

# বছরের শ্রেষ্ঠ ১০ দিনের একটি দিন আরাফার দিন

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফার দিন। আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিতঃ রসূল সাঃ বলেছেন,

'আরাফার দিন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন তার বান্দাদের এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য দিনে দেন না। তিনি এ দিনে বান্দাদের নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেনঃ তোমরা কি বলতে পার আমার এ বান্দাগণ আমার কাছে কি চায়? (মুসলিম)

## বছরের সর্বোত্তম দিন

# জিলহজ্জ মাসের ১০ম দিন ইয়াওমুন নহর

আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূল (সাঃ) বলেছেন,

‘আল্লাহ তা’য়ালার কাছে **সবচেয়ে উত্তম দিন হল ইয়াওমুন নহর (কুরবাণীর দিন)** তারপর কুরবাণী পরবর্তী মিনায় অবস্থানের দিনগুলো’। (আবু দাউদ)

# জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের করণীয়

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সাঃ) বলেছেন,

‘এ দশ দিনে (পুণ্যকাজ) আমল করার চেয়ে আল্লাহ রব্বুল ’আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই।

তোমরা এ সময়ে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর বেশী করে পাঠ কর’ ।

(মুসনাদে আহমদঃ ১৩২, বায়হাকী, মুসনাদ আবী আওয়ানা)

# তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর

- তাসবীহঃ সুব'হানাল্লাহ (অল্লাহ পবিত্রতম)
- তাহমীদঃ আল'হামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা অল্লাহর)
- তাহলীলঃ লা- ইলাহা ইলল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই)
- তাকবীরঃ আল্লাহু আকবর (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)

(পুরুষদের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের স্বাভাবিক স্বরে পাঠ করতে হবে)

রসূল সাঃ বলেছেন, 'আমার ইন্তেকালের পরে যে সুন্নাতটির মৃত্যু হয়েছে তা যে জীবিত করবে; সে ব্যক্তি এ সুন্নত আমলকারীদের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সওয়াবে কোন অংশ কম হবে না।'

Rasulullah ﷺ bersabda yang maksudnya:

"Ucapan yang paling disukai oleh ALLAH ialah empat, iaitu:

Tiada masalah sekiranya kamu mulai dengan salah satu daripadanya dan diikuti dengan yang lainnya."

- HR Muslim 3/1685

# একনজরেঃ জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন, আমাদের করণীয়

✧ জিলহজ্জের পূর্বেই শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা (চুল, গোঁফ, নখ ও পশম কাটা)।

✧ ১-১০ জিলহজ্জ তাসবীহ, তাহমীদ তাহলীল ও তাকবীর বেশি করে পাঠ করা।

✧ আরাফা'র দিন সওম পালন করা।

✧ ১-৯ জিলহজ্জ পযন্ত পুণ্যদিনের কারনে সওম পালন করা। বিশেষকরে সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

✧ ১০ জিলহজ্জ কুরবাণী করা। সর্বোত্তম দিনের কারনে পুণ্যকাজে নিয়োজিত হওয়া

✧ ত্যাগস্বাকারে প্রস্তুতি গ্রহন (মূল্যবান সময়, জ্ঞান এবং মেধা, শক্তি এবং সামর্থ ও মহামূল্যবান সম্পদ)।

✧ ৯ জিলহজ্জ ফজর হতে ১৩ জিলহজ্জ আসর পযন্ত তাকবীর-ই-তাশরীক পাঠ করা

✧ আন্তরিকভাবে বিশুদ্ধ তওবা করা।

✧ উল্লেখিত আমল ছাড়াও নামাজ, সাদাকা ও অন্যান্য নেক আমলের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

১লা জিলহজ্জ ১৪৩৯ হিজরী, কবে আরম্ভ হচ্ছে?

১২ আগস্ট ২০১৮, শনিবার

অথবা

১৩ আগস্ট ২০১৮, রবিবার

আরব দেশসমূহে তার একদিন পূর্বে

আল’হামদুলিল্লাহ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
সুবহা-নাকাল্লা -হুম্মা ওয়া-বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, অস্তাগফিরুকা, ওয়া-আতুবু ইলাইক।
(আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া ইবাদতের কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি)।

# Contact for Free Training

Here are a few course details that we deliver for Spiritual improvement.

- **HAJJ/UMRAH training for Haji to achieve Spiritual Development**.
- Training for the Moallem to guide HAJI at Hajj period perfectly.
- Responsibility After Hajj. ( How to guide your family and society)

**Course Schedule:**

Duration : Three hours.

Date : 5th to 25th day of Month (Friday, Saturday or Gov. Holiday only)

Venue : Your favorable/designated Area.

**Cost : JazahKhair from ALLAH Subhanau Ta'ala.**

Contact : Mohammad Farhad Hossen, ($MBA_{DU}$, $PMP_{PMI-USA}$)

Cell# 01 838 444 444, 01 864 864 864(Res.)

# ফি সাবিলিল্লাহ

শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে,
প্রেজেন্টেশনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরন করতে পারবেন।

অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল সম্পূর্ণ আমার অযোগ্যতা,
অক্ষমতা এবং অদক্ষতা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তা'য়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।

মুসলিম ভাই-বোনেরা এই প্রচেষ্টা হতে উপকৃত
হলে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং
কুরআন ক্লাশ ৭৩ এর সবার জন্য দু'আ করবেন।
হে আল্লাহ! যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন,
ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং পরিপূর্ণ মুসলিম
হওয়ার পর ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। (আমীন)